কুয়ালালামপুরের পথে

শোভন শামস

সিংগাপুর থেকে বাসে করে মালয়েশিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম । সিংগাপুর-মালয়েশিয়া বাসষ্ট্যান্ড বেশ বড় এলাকা জুড়ে । এখানে আরামদায়ক সুপরিসর বাসে করে যাত্রীরা সিংগাপুর মালয়েশিয়া যাতায়াত করে । শুরুতেই একটা ঝামেলাতে পড়ে গিয়েছিলাম যা সিংগাপুরের মত সুশৃংখল দেশে কেউ আশা করে না । যথারীতি ট্যাক্সি নিয়ে বাস ষ্ট্যান্ডে এলাম, আসার পথে ট্যাক্সি ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল কবে এসেছি । ড্রাইভার চাইনিজ বংশোদ্ভুত । আমাকে দেখেই বুঝল বিদেশী । আমি বল্লাম সপ্তাহ খানেক হলো এখানে এসেছি । লোকটা কিছু বলল না । ট্যাক্সি যখন বাসষ্ট্যান্ডে আসল তখন হঠাৎ করে দুই ডলার এর কিছু বেশী ভাড়া মিটারে উঠল তারপর দেখি সে একটা বাটন টিপে ছয় ডলার করে দিয়েছে । আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার সে আমতা আমতা করে বলল এই টাকা দিতে হবে । পার্কিং না কি যেন আছে । আমি মোটামুটি সংরক্ষিত এলাকার আলাদা ফি সম্বন্ধে জানি এবং এটা সেই জোনে না। তাই বললাম আমি আগের টাকাই দিব । সে চেঁচামেচি করার চেষ্টা করছিল । আমি তখন পুলিশকে ব্যাপারটা জানাবো বললাম । বাইরে তাকিয়ে দেখি রাত জাগা চাইনিজ অনেক গুলো শ্রমিক ও ড্রাইভার আসছে । ভাবভংগী ভাল না । টুরিষ্ট ও পুলিশ এর কথা বলায় ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল ৪ ডলার দিতেই হবে। আমি তা দিয়ে বের হলাম। বিদেশে ফ্যাসাদ বাড়াতে চাইলাম না। যাক বাস ষ্ট্যান্ডে মালয়েশিয়া গামী অনেক কোম্পানীর বাস এর টিকেট কাউন্টার । মালয়েশিয়া যাওয়ার ব্যাপারে কারো সাথে কনসাল্ট করিনি আগে । ইচ্ছা ছিল ট্রেনে যাব মালয়েশিয়া । সিংগাপুর ট্রেন জার্নি নাকি বেশ চমৎকার। ষ্টেশনে গিয়ে শুনলাম সামনে ছুটি থাকায় ১৫ দিনের মধ্যে কোন টিকেট নাই। তাই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এখানে আসা । ছবি দেখে সব বাসই একরকম মনে হলো । ২৫ সিংগাপুর ডলার দিয়ে টিকেট কিনলাম পরে রাতে যখন মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য বাস ষ্ট্যান্ডে এলাম তখন বুঝলাম আরো ভাল বাসও আছে । আবার ট্যাক্সিতে করে ফিরে এলাম এবার কোন সমস্যা হলো না ।

রাত সাড়ে এগারোটায় বাস ছাড়ার সময়। আগেই বাস ষ্ট্যান্ডে পৌছে গেছি লোকজন আসছে। বাস মেইটেনেন্স হচ্ছে, আগে উঠার নিয়ম নেই । সব যাত্রীরা দাড়িয়ে আছে । হঠাৎ একজন শিখ এর সাথে দেখা । কথা বলতে এগিয়ে আস। সে সিংগাপুর এয়ারফোর্সের হেলিকপ্টার পাইলট । সামনে দুই দিন ছুটি তাই মালয়েশিয়ার জহুর বারো শহরে যাচ্ছে ছুটি কাটাতে । সিংগাপুরের নাগরিক তবে

ভারতীয় বংশোদভুত জন্ম ও বেড়ে ওঠা এই সিংগাপুরেই । সিংগাপুরের অনেক নাগরিকের মালয়েশিয়াতে থাকার ব্যবস্থা আছে এবং অনেকের পরিবার পরিজন মালয়েশিয়া থাকে এবং সপ্তাহ শেষে সিংগাপুর থেকে তারা পরিবারের কাছে ফিরে যায় । এর কারন হিসেবে বলল, সিংগাপুরে জীবনযাত্রা বেশ ব্যয়বহুল । তাই মালয়েশিয়াতে দুই দিন সস্তায় কাটিয়ে আবার কাজে যোগ দেবে । বেশ ভালই আইডিয়া মনে হলো । মানুষ কতভাবে যে প্রতিকুলতার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয় । দুই জায়গায় এভাবে পরিবার সামলানো ব্যয়বহুল কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে বলল যে সিংগাপুরে একজায়গায় তাদের রাখার চেয়ে অনেক সাশ্রয়ী । সময় মত বাস ছেড়ে দিল । দুই জন ড্রাইভার, একুশ সিটের বাস, প্লেনের মত একদিকে দুইটা ও অন্যদিকে একটা সিট এক সারিতে । সিটকে শোয়ার মত করে হেলানো যায় এবং ঘুমিয়ে এই ভ্রমণ শেষ করার আরাম দায়ক ব্যবস্থা । এসিবাস, আরাম দায়ক ভ্রমণ, বাস চলা শুরু করল ।

সিংগাপুরের বুক চিরে বাস চলছে । মালাক্কা প্রনালীতে দুই দেশের ইমিগ্রেশন চেক হয় । সিংগাপুর বা মালয়েশিয়ার নাগরিকদের তেমন ঝামেলা নেই । বাস থেকে যাত্রীদের এপারে নামিয়ে দেয়া হলো । ইমিগ্রেশন পার হয়ে ওপারে আবার বাসে উঠতে হবে। বাংলাদেশী পাসপোর্ট দেখে ইমিগ্রেশন অফিসার অবাক হয়ে চেহারা ও বেশভুষা দেখল । ভিসা চেক করার কাজে ব্যস্ত হয়ে বলল ভিসা ফির রিসিট কোথায় । ভাগ্য ভাল তা ছিল । কি বিব্রতকর অবস্থা । এরা বাংলাদেশী শ্রমিক দেখে দেখে দেশ সম্বন্ধে ভুল ধারণা করে বসে আছে । বাংলাদেশের পর্যটক তারা হয়ত আশা করে না । যাক সিল দিল এন্ট্রির । এক মাসের ভিসার মেয়াদ কমিয়ে সাত দিন করে দিল । যাক আমিও দুই তিন দিনের বেশী থাকব না এখানে হেটে বেশ দুরে বাস ষ্টপেজ এ গেলাম । বাসটা আমাদের মত দু'চার জন বিদেশীদের জন্যই অপেক্ষা করছিল । আমরা এখন মালয়েশিয়ার জহুর বারো স্টেটএ । বাস ছেড়ে দিল । দুই ঘন্টার মধ্যে বাস থামবে ড্রাইভার বদলীর জন্য । বাসের পেছনে ড্রাইভার একজন বিশ্রাম করছিল ।

পাম বাগানের ভেতর দিয়ে পিচঢালা রাস্তা। লোকালয় থেকে বহু দুরে অরণ্যের মত এলাকা। কোন জনমানব বা বাড়ী ঘরের আলো নেই । বাস যথারীতি থামল একটা পার্কিং এরিয়ায় এখানকার হাইওয়েতে এ ধরণের ব্যবস্থা আছে । হাইওয়ে থেকে একটু দুরে রাস্তা দিয়ে এ ধরনের রেষ্ট এরিয়াতে যাওয়া যায় । এখানে খাবার, টুকটাক জিনিষ, গোসল ও টয়লেটের ব্যবস্থা আছে । সিংগাপুরের মত পরিষ্কার না একটু ময়লা ও অপরিচ্ছন্ন । বাথরুমে গিয়ে টিকেট কেটে ফ্রেস হলাম । আধা ঘন্টার বিরতি, ড্রিংস কিনলাম কোক একটা ,তারপর নতুন ড্রাইভার। আবার হাইওয়েতে বাস উঠে ছুটে চলল কুয়ালালামপুরের পথে । শেষ রাতের দিকে বাস আবারও থামল এরকম একটা জায়গায় এ জায়গা গুলো বাগানের মত সাজানো গোছানো । এবার আর নামা হলো না । দ্বিতীয় যাত্রা বিরতির পর বাস চলতে থাকল সকাল বেলায় ফজরের আযান শুনতে শুনতে আমরা কুয়ালালামপুর-সিংগাপুর বাস ষ্টেশনে চলে এলাম । এখানে বহুতল পার্কিং এ বাস গুলো এসে প্রবেশ করছে ধোয়া ও গ্যাসের এক মিশ্র বাতাস । বাস থেকে নেমে ট্যাক্সি নিতে বাইরে এলাম , ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললাম হোটেলে যাব । আমাদের নিয়ে কিছুক্ষণ পর জালান মসজিদ ইন্ডিয়া রোডে একটা হোটেলের সামনে নিয়ে এলো । ড্রাইভার নেমে বলল সিট নেই হোটেলে। কাছে আরও একটা হোটেল সেখানে থাকার ব্যবস্থা হলো। ভোর ও চোখে ঘুম বলে আর কিছু না দেখে হোটেলে চলে এলাম । ভাড়া ১০০ রিংগিত । ট্যাক্সি ড্রাইভারকেও অনেক টাকা দিতে হলো ।

হোটেলে এসে ঘুম দিলাম । সকাল ১০ টার দিকে উঠে নাস্তা করতে বের হলাম । জালান মসজিদ এলাকায় অনেক ভারতীয় থাকে । পরোটা ডিম দিয়ে ভালই নাস্তা হলো । তারপর ঘুরতে বের হলাম কুয়ালালামপুর শহর। মালয়ী,ভারতীয়,বাংগালী বিভিন্ন ধরনের মানুষের মিশন রাস্তায় । দোকান পাট একটু উন্নত মনে হলো। আমাদের তুলনায় মানুষ তেমন কম মনে হলো না । অবশ্য এদের অনেক ফাঁকা জায়গা। জনসংখ্যাও অনেক কম বাংলাদেশ থেকে । প্রসিদ্ধ স্থান গুলো দেখতে বের হলাম, বাসে করে যাত্রা শুরু । আমাদের এক ছোট ভাই মালয়েশিয়াতে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত। সে বেশ দেশপ্রেমিক ও আন্তরিক । আমাকে নিয়ে ঘুরতে বের হলো। ফোন করে তাকে হোটেলের ঠিকানা দেয়াতে সে এখানে চলে এলো। আমাদের হোটেলটাও বেশ ভাল । বাথটাব ও উন্নত মানের ফিটিংস, অন্যান্য সব আরাম এর ব্যবস্থা আছে । লোকাল বাসের টিকেট কেটে শহর দেখতে বের হলাম । হায়রে এটাও তখনকার বাংলাদেশের মুড়ির টিন টাইপ বাস । বাংলাদেশের বাসের মান তখন একটু একটু ভাল হচ্ছিল। এখানে এধরনের বাসও প্রচুর । ঠেলাঠেলি, ভিড়, গরম, ধাক্কা সব মিলিয়ে ভাবলাম আর বাসে চড়া যাবে না । মারদেকা স্কোয়ার দেখলাম । বাস থেকে এখানে নেমে গেলাম । অনেক লোকজন বসে আছে এখানে । সুন্দর খোলা মাঠ । মারদেকা স্কোয়ার কুয়ালালামপুরে সুলতান আব্দুস সামাদ বিল্ডিং এর সামনে অবস্থিত সবুজ মাঠ । এই জায়গাতে ১৯৫৭ সালের আগস্ট মাসের ৩১ তারিখে ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা নামিয়ে স্বাধীন মালয়েশিয়ার পতাকা উঠানো হয়। এখানে মালয়েশিয়ার জাতীয় দিবস কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় । এটাকে স্বাধীনতা চত্বর ও বলা হয় । এখানে বিকাল বেলা বহু মানুষের সমাগম হয়, বসে গল্প করে মানুষ এই খোলা জায়গাটিতে সময় কাটায় ।

এরপর সুভ্যেনির কিনতে গেলাম । আব্দুল্লাহ আমাকে বিশাল একটা মার্কেটে নিয়ে এলো । এখানে রিজনেবল দামে এ ধরনের স্যুভেনির পাওয়া যায় । মালয়েশিয়া লিখা সুন্দর সুন্দর কিছু শোপিস কিনলাম । বিকেলের দিকে আবার হোটেলের কাছাকাছি চলে এলাম । হোটেলের খুব কাছে বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। ২/৩ তলা, সবই পাওয়া যায় । এসি মার্কেট, হোটেলের পাশেও স্পোর্টস এর দোকান। বাচ্চাদের জন্য কিছু সাঁতারের উপকরণ কিনলাম । টেনিস র‍্যাকেটটা কেনার ইচ্ছা ছিল কেন যেন কিনিনি । দুপুরে লাঞ্চ করলাম ভারতীয় এক দোকানে , ফল খেলাম তারপর । সন্ধ্যাবেলা আব্দুল্লাহ দাওয়াত দিল ডিনারের । বিকেলে হোটেলে এসে ফ্রেস হয়ে সন্ধ্যার প্রস্তুতি নিলাম । মাগরেবের পর আমরা খেতে বের হলাম ।আমাদেরকে মালয়েশিয়ার ঐতিহ্যবাহী খাবার খেতে নিয়ে গেল, খোলামেলা হোটেল। উপরে ছনের ছাউনি। চারপাশ খোলা, বাঁশের তৈরী বিশাল একতলা ঘরে সুন্দর খাওয়ার ব্যবস্থা । মালয়েশিয়ার খাবার এর অর্ডার দেয়া হলো । একটা একটা করে আইটেম আসে পরে দেখি শেষই হতে চায় না । বেশ ভুরিভোজন হলো । তবে বাংলাদেশী জিহ্বা বিদেশী খাবার এর চেয়ে দেশী জিনিষ বেশী পছন্দ করে । খাবার শেষে রাতের কুয়ালালামপুর দেখতে বের হলাম । রাস্তাগুলো সুন্দর ভাবে তৈরী ষ্ট্রাটলাইট আলোকিত করে রেখেছে আশপাশ। মানুষ তেমন নেই, রাস্তায় গাড়ী গুলো ছুটছে এর মধ্যে প্রায় অনেকাংশ এদেশে তৈরী। মালয়েশিয়া অনেকখানি এগিয়ে গেছে। পরদিন সকালের প্রোগ্রাম ঠিক করল আব্দুল্লাহ। জেন্টিং হাইল্যান্ড ভ্রমণের টিকেট সে কিনে আনল। ভোর ৬টার দিকে বাসে করে সেখানে যেতে হবে ।

জেন্টিং এ একদিন

কুয়ালালামপুরে আসার পর ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহ বললো জেন্টিং ঘুরে আসা যাক, আগের দিন এক ফাঁকে বাসের টিকিট কেনা হয়ে গেল । জেন্টিংকে মালয়েশিয়ার মন্টিকার্লো বলা হয় । রাতের বেলা জেন্টিং যেন এক উজ্জল ঝলমলে জগৎ। এটা সমুদ্র সমতল থেকে দুই হাজার মিটার উচুতে অবস্থিত । কুয়ালালামপুর থেকে অতি অল্প সময়ে ড্রাইভ করে জেন্টিং যাওয়া যায় । এটা শুধু ক্যাসিনোর জন্য বিখ্যাত এ কথা বলা যাবে না। এখানে একটা পুর্ণাংগ গলফ কোর্স,পরিবার নিয়ে আনন্দ করার মত আন্তর্জাতিক মানের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাও রয়েছে । নভেম্বরের শেষে কুয়ালালামপুরে আবহাওয়া একটু গরম লাগছিল । পরদিন সকাল ০৮ টার দিকে বাসে করে রওয়ানা হলাম । চিরাচরিত শহর, ট্রাফিক জ্যাম ছেড়ে হাইওয়েতে এসে পরলাম। কিছুক্ষণ চলার পর বাস জেন্টিং এর পিচ ঢালা পাহাড়ী পথে চলে এল । পাহাড়ী পথ বেয়ে বাস আস্তে আস্তে এঁকে বেকে উপরে উঠছিল । উপরে মেঘের কাছাকাছি বৃষ্টিও হচ্ছিল, অল্প অল্প ঠান্ডা লাগছিল,নির্মল প্রকৃতি আমার মনকে টানছিল । জেন্টিং বাস ষ্টপেজে আসার পর কেবলকারে করে শৈলশিখরে যাওয়ার জন্য টিকেট কেনা হলো । সুন্দর ভাবে সাজানো গোছানো ষ্টেশন,একটা করে ক্যাব আসছে ভ্রমণ পিপাষুরা উঠছে, কার চলছে যেন অনন্তের পথে উর্ধ্বাকাশে শৈলচুড়ার দিকে, নীচে পাহাড় ও বন। কৃত্রিম জীব জন্তুর রেকর্ড করা হুংকারের শব্দ বাজছে,নানা রকম জীব জন্তুর মূর্তি বানানো রয়েছে । ক্যাবল কারে যেতে যেতে দেখছি আর অনুভব করছি । নীচে ঘন বন তার মাঝ দিয়ে রাস্তা রয়েছে । এই রাস্তা দিয়েও উপরে উঠা যায় । বেশ লম্বা জার্নি ,ক্যাবল কারে চলার পথে বাতাসের হিস হিস শব্দ রোমাঞ্চকর অনুভুতির সৃষ্টি করে। উপর থেকে আশে পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাওয়া যায় । একসময় গন্তব্যে চলে এলাম ।

জেন্টিং যেন আরেক জগৎ যা মানুষকে মোহাবিষ্ট করে। সব বয়সের মানুষের জন্য সব ব্যবস্থা রয়েছে । অনেক মানুষের মেলা। এসেই ফিরতি টিকেট কেনার জন্য লাইনে দাড়ালাম। ৪টার দিকে ফেরার টিকেট নিলাম এর আগের ফেরার টিকেট ছিল না। জেন্টিং এক আনন্দময় জগত। মেঘের দেশে পাহাড়ের এই চুড়াতে মানুষকে নানা ভাবে তার আনন্দ দেবার সামগ্রী দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে । এখানে আছে হোটেল,ক্যাসিনো,দোকানপাট,ভিডিও গেম ও অন্যান্য নানা রকম খেলা ধুলা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা । প্রথমে এলাকাটা একটু ঘুরে দেখলাম,পথ হারানো খুব সোজা,এটা যেন গোলক ধাঁধা তবে একটু বুদ্ধি করে আরোমার্ক করা সাইনগুলো দেখে সহজেই জায়গামত যাওয়া যায়। অনেক ভিডিও গেম লাগানো আছে,বাচ্চা কাচ্চাদের চিৎকার ,গেমের শব্দে এলাকা বেশ গরম। আরো আছে বোট, ট্রেন ভ্রমন, কর্ক স্ক্রু ,গ্রান্ড প্রিক্স গোকার্ট ও বাচ্চাদের নানা ধরনের খেলার ব্যবস্থা। একটা চক্কর দিয়ে আমরা ক্যাসিনোতে যাওয়ার প্লান করলাম। ক্যাসিনোতে ঢুকতে হলে টাই কিংবা বাটিকের শার্ট পরতে হয়। পাশেই বাটিকের শার্ট ভাড়া পাওয়া যায়। নির্ধারিত ফি দিয়ে শার্ট ভাড়া করে ভিতরে গেলাম। এ এক বিশাল ব্যাপার । একটা বিশাল এলাকা জুড়ে বিভিন্ন রকমের আয়োজন। কিছু কয়েন

সংগ্রহ করে আমরাও বসে পড়লাম একটা স্লট মেশিনের কাছে। খেলার উত্তেজনায় ২/৩ ঘন্টা যে কিভাবে কেটে গেল টেরই পাইনি। এই ফাঁকে কয়েন কেনার টাকা কেমনে যেন ফেরৎ এসেছে। বাইরে এলাম ক্যাসিনো থেকে । শার্ট ফেরৎ দিয়ে জামানত ফেরত পেলাম। বের হওয়ার সময় দেখলাম অনেকে ক্যাসিনোর বাহিরে বসে ঝিমুচ্ছে,কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে হয়তো আবার ক্যাসিনোতে ঢুকবে। কেন যেন মনে হচ্ছিল এটা একটা বেশ ভাল ব্যবস্থা। হাতের সময়টুকু কাজে লাগাতে আশে পাশের দৃশ্যগুলো দেখতে বের হলাম। হু হু বাতাস বইছিল। ভেতরে এয়ার কন্ডিশনের বাতাস, বাইরে প্রকৃতির উদার নির্মল হাওয়া । বিশাল নির্মাণ কাজ দেখছিলাম ,কিছু ছবি তুললাম। সুন্দর ভাবে বাগান করা,বিভিন্ন রকম পতাকা দিয়ে সাজানো এলাকা । আকাশে তখন সূর্য্য মেঘের লুকোচুরি চলছিল । মেঘগুলো হাতের উপর দিয়ে উড়ছিল । চারিদিকের পাহাড় ও বন নিস্তব্দ প্রকৃতি, অনেক মানুষের কোলাহলও নিস্ত ব্ধতা ম্লান করতে পারছিল না । সবার জন্যই যেন ব্যক্তিগত সময় সুযোগ এখানে রয়েছে। জেন্টিং সম্বন্ধে একটা প্রচলিত গল্প শুনলাম । একজন লোক একটা বাতি নিয়ে রাতে জুয়া খেলতো এই পাহাড়ে , তার সাথে খেলতে অন্যান্য লোকজন এসে জমা হত এবং সে প্রায়ই জিতে যেত। এধরনের একটা ধারণা থেকে আজ এই বিশাল স্থাপনা। একজন মানুষকে অনায়াসে ব্যস্ত সময় থেকে জেন্টিং দুরে ছুড়ে দিতে পারে । ভুলিয়ে দিতে পারে ব্যস্ততা । কেউ জেন্টিং এ এলে যেন হাতে সময় নিয়ে আসে, তা না হলে পরে মনে দুঃখ বোধ থাকতে পারে যে সব দেখা হলো না। আর একটু থাকলে কি বা ক্ষতি হত। এবার ফেরার পালা যথানিয়মে ক্যাবল কারে চড়লাম জেন্টিং পিছনে ফেলে নীচের ষ্টেশনের উদ্দ্যেশে। ষ্টেশনে এসে বাসে বসলাম। সময়মত বাস ছাড়ে। ওদের সময় জ্ঞান মুগ্ধ হওয়ার মত। এখানেও সুন্দর করে সব সাজানো গোছানো। ফুলের বাগানে বসার ব্যবস্থা রয়েছে, কাছে দিয়ে ক্যাবল কারের রং বেরং এর কারগুলো যাচ্ছে আসছে। কেউ যায় কেউ আসে এভাবেই সময় চলে যায়। আর জেটিং মানুষকে হাতছানি দেয়। এখানে যেমন রয়েছে কৃত্রিম আনন্দ তেমনি রয়েছে অনাবিল প্রকৃতি, সব যেন মিলে মিশে এক হয়ে জীবনকে জাগিয়ে তোলে । সার্থক এর পরিকল্পনাকারীর মনোবাসনার বহিঃ প্রকাশ । মানুষকে নির্মল আনন্দ দিতে পেরেছে তার প্রচেষ্টা । কুয়ালালামপুর এলে অবশ্যই পাঠক একবার এখানে বেড়াতে যাবেন। ভাল লাগলে আনন্দ পাবো । এই ভেবে যে আমার আনন্দ আমি আপনাদের মাঝে বিলিয়ে দিতে পেরেছি।

জেটিং থেকে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল । হোটেলে এসে ফ্রেস হয়ে একটু আশেপাশে মার্কেটে ঘুরতে গেলাম ২/১টা জিনিস কিনলাম । জিনিষ পত্রের দাম ডলার দিয়ে কিনলে একটু কম লাগছিল । রাতে কাপড় চোপড় গোছালাম । পরদিন ভোরে সিংগাপুরের বাস ছাড়বে । আব্দুল্লাহকে টাকা দিয়েছিলাম বাসের টিকেট কেনার জন্য সেই টিকেট কিনে আনলো । ওর আন্তরিকতা ভোলার মত না । তাই বার বছর পরও ওর আতিথেয়তা মনে আছে । কুয়ালালামপুরে অবস্থান কালীন আমরা একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে আব্দুল্লাহর সাথে শহর দেখতে বের হয়েছিলাম । মালয়েশিয়ার জন্য সেই সময়টা ছিল মিশ্র সময় একদিকে উন্নতি হচ্ছিল অন্যদিকে মন্দার ধাক্কা সামলাতে হচ্ছিল । মহাথীর মোহাম্মদ তখন মালেয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। তিনি পুত্রজায়াতে সরকারের সব অফিস আদালত স্থানান্তরের পক্ষে ছিলেন । বিশাল এলাকা নিয়ে পরিকল্পনা মাফিক এই পুত্রজায়া শহর নির্মাণ করা হয়েছিল । তখন কাজ শেষ হয়েগিয়েছিল প্রায় তবে সব অফিস আসেনি তখনো । আমরা গাড়ীতে করে সুন্দর সুন্দর স্থাপনা গুলো দেখতে দেখতে চলছিলাম । তারপর আমাদের মনে হলো কুয়ালালামপুরের পেট্রোনাস টাওয়ার দেখার । ট্যাক্সি নিয়ে টাওয়ার এলাকায় এলাম । বেশ কড়া নিরাপত্তা । অনেক দুর পর্যন্ত হেঁটে যেতে হয়, টিকেট লাগে উপরে উঠতে । নীচে থেকে টাওয়ার সহ ছবি তুলতে চেষ্টা করলাম । ক্যামেরার রেঞ্জে আসে না, বিশাল স্থাপনা সুবহানাল্লাহ । তখন

আমেরিকায় টুইন টাওয়ার ছিল । এটা তার থেকেও উঁচু । দ্রুতগামী লিফটে করে আমরা এর রিভলারিং ডেকে চলে এলাম । এখান থেকে পুরো কুয়ালালামপুর শহর দেখা যায় । অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য । তখন বিকাল হয় হয়। বাতি গুলো জ্বলেনি তখনো । সূর্যের শেষ আলো মালয়েশিয়ার রাজধানীর উপর পড়ছিল। এই টাওয়ারটা ঘুরে আস্তে আস্তে। উপরে থাকলে বুঝা যায় না । তবে চারদিকের দৃশ্য যে বদলে যাচ্ছে তা বুঝা যায় । কফি ও হালকা খাবার পাওয়া যায় । এছাড়া স্যুভেনিরের ও দোকান আছে এখানে। দাম একটু বেশী। আমরা কফি খেলাম এখান থেকে । নামতে ইচ্ছে করছিল না । বেশ কিছুক্ষণ টাওয়ারে থেকে গোটা রাজধানী শহর এর দৃশ্যাবলী দেখে নামার জন্য তৈরী হলাম । অতি অল্প সময়ে লিফট আমাদের নীচে নিয়ে এলো । শূন্য থেকে আবার মাটির মানুষ মাটিতে ফিরে এলাম । তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে শহরের বুকে । আমরাও ট্যাক্সিতে চড়ে আমাদের গন্তব্য হোটেলে ফিরে এলাম । ভোরে ট্যাক্সির কথা হোটেল রিসেপশনে বলে রেখেছিলাম । ৫ টায় উঠে ট্যাক্সি নিয়ে মালয়েশিয়া - সিংগাপুর বাস ষ্ট্যান্ডে চলে এলাম । যথা সময়ে বাস ছাড়ল । এবারের বাস আরো আরামদায়ক এবং ভাড়াও কম । ১৭ রিংগিত মাত্র । সিংগাপুর ডলারে বেশ কম । খুশি লাগছিল এই ভেবে যে যাওয়ার পথে কুয়ালালামপুর থেকে সিংগাপুর দেখতে দেখতে যাব। বাস ছেড়ে দিল কুয়ালালামপুর শহর ছাড়িয়ে বাস হাইওয়েতে উঠল ।

রাস্তার দুপাশে সারি সারি পাম বাগান ও জংগল। একেবারে একঘেয়ে দৃশ্য তেমন কোন পরিবর্তন নাই । বেশ দীর্ঘ পাম গাছ গুলো । এগুলোর ফল থেকে উৎপাদিত পাম ওয়েল আমাদের দেশে আসে । অনেক দুর যাওয়ার পর ২/৪ জন মানুষ দেখা যায় । এরা দরিদ্র । হয়ত আশেপাশের গ্রামে থাকে । বাস সেই আগের মত বিরতী নিয়ে এগিয়ে চলল । বিরতীর জায়গা গুলো দিনের আলোতে দেখলাম । সুন্দর করে ফুলের বাগান দিয়ে সাজানো । হাত পা একটু ঝেড়ে আবার যাত্রা শুরু । জহুরবারুতে এসে শহর দেখলাম । রাস্তার দুপাশে একতলা দোতলা বাড়ী । মোটামুটি মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্তদের আবাস দেখা যায় । অনেকক্ষণ পর দৃশ্যপট পরিবর্তন । যথাসময়ে মালাক্কা প্রনালীর নির্মিত ব্রিজের কাছে ইমিগ্রেশনে চলে এলাম, সিংগাপুর বাস ষ্ট্যান্ডে আসতে আসতে দুপুর হয়ে গেল । মালয়েশিয়ার আনন্দ ও অভিজ্ঞতা বুকে নিয়ে ফিরে এলাম সিংগাপুরে ।